দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 30 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৯ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। বলা অনাবশ্যক, মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঘটনা। জীবনে তাহাদের অনেক পরীক্ষায়ই অবতীর্ণ হইতে হইবে। হয়তো সেগুলিতেও তাহারা সফল হইবে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের আনন্দের সঙ্গে অন্য কোন পরীক্ষায় সফলতায় কোন তুলনা হয় না। আমরা সফল ছাত্র-ছাত্রী, তাহাদের অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তবে, পরীক্ষার যে সামগ্রিক ফলাফল তাহাতে দেশের সচেতন নাগরিকদের খুব বেশী উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। চারটি বোর্ডে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল সর্বমোট ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪ শত ৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী। কৃতকার্য হইয়াছে মাত্র ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯ শত ৭৭ জন। পাসের হার ৪২ দশমিক ৯০ শতাংশ। অর্থাৎ এবার সারাদেশে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাদের অর্ধেকেরও বেশী—৫৭ দশমিক ১০ শতাংশ অকৃতকার্য হইয়াছে। অন্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য রহিয়াছে। ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ৩৯ দশমিক ১০ শতাংশ, কুমিল্লা বোর্ডে ৪৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ, যশোর বোর্ডে ৪৫ দশমিক ০৪ শতাংশ এবং রাজশাহী বোর্ডে ৪৫ দশমিক ০৫ শতাংশ।

বোর্ডওয়ারী পাসের এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হইল এই জন্য যে, ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার দেশের সর্বত্রই কমবেশী এক। রাজধানীসহ ঢাকা বোর্ডের অবস্থাও কিছুমাত্র ভাল নয়। যদিও এই বোর্ডের অধীনে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের বেশীসংখ্যক স্কুল রহিয়াছে এবং এই স্কুলগুলিতে দেশের মেধাসম্পন্ন সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতা করিয়াই ভর্তি হয়। যাহা হউক, পরীক্ষার ফলের হার গত বছর অপেক্ষা কিছুটা খারাপ হওয়ার একটি বড় কারণ, নকল রোধে কড়াকড়ি আরোপ। ইহার ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই পূর্বের মত নকল করা আর সম্ভব হয় নাই। সরকার নকল রোধে যে প্রয়াসী হইয়াছেন ইহার জন্য তাঁহারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। নকলের মাধ্যমে পাস মিলিতে পারে। কিন্তু উন্নত নাগরিক কিছুতেই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। দেশের চাহিদা পূরণ এবং সমকালীন বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন উন্নত ও উপযুক্ত মানব সম্পদ।

বলা বাহুল্য, আমাদের যখন এই প্রয়োজন ও প্রত্যাশা, তখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা ৫৭ দশমিক ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টিকে অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার অনীহা বৃদ্ধির কারণ কি? এবং ইহার বাহিরে কি অন্য কোন কারণ নাই? অনেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের এই অনীহার পশ্চাতে পরিবারের আর্থিক দৈন্য, সামাজিক অস্থিরতা, পরিবেশের বৈরী অবস্থা ইত্যাদির উল্লেখ করিবেন। কারণ হিসাবে ইহা সত্যও বটে। তবে ইহার বাহিরে অন্য যে কারণ রহিয়াছে তাহার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। যেমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, স্কুল ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পায় নাই। পাঠ্যবই যথাসময়ে পাওয়া যায় না। স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ, বেঞ্চ, টেবিল-চেয়ার ও বইপত্রও বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ খুব কমই লাভ করিতেছে।

তবে, এতদসম্পর্কীয় সবচাইতে বড় কারণটি হইল, মানসম্পন্ন শিক্ষকের দারুণ অভাব। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় মনোযোগী করার ব্যাপারে তাহাদের ব্যর্থতা এবং একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্বহীনতাও পড়াশুনায় ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা প্রদর্শনের বড় কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে মাধ্যমিক স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেই যে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাইবে, ইহাও মনে করার কোন কারণ নাই। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, শিক্ষার সূতিকাগার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন ও সেখানে মানসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে তদন্ত করিলেই দেখিতে পাইবেন প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলগুলির দুর্দশা কত নিদারুণ এবং ওইসব শিক্ষায়তনের শিক্ষার মান কত নিচে। তদুপরি রহিয়াছে একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকার কেবল ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা। এই ধরনের বিদ্যালয় হইতে যাহারা উঠিয়া আসে, ব্যতিক্রম বাদে তাহাদের পক্ষে পরীক্ষায় ভাল করা কি করিয়া সম্ভব?